নবী কাহিনীঃ ১৩তম

হযরত আইয়ুব আ

বংশঃ

হযরত আইয়ুব আঃ সবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ। কেউ বলেছেন, 'রাহমাহ'। তিনি ছিলেন স্বামী ভক্তি ও পতিপরায়ণতায় বিশ্বের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি 'বিবি রহীমা' নামে পরিচিত। তাঁর পতিভক্তি বিষয়ে উক্ত নামে জনপ্রিয় উপন্যাস সমূহ বাজারে চালু রয়েছে। অথচ এ নামটির উৎপত্তি কাহিনী নিতান্তই হাস্যকর। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া ৮৪ আয়াতে

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ২১:৮৪

('আমরা আইয়ূবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে') বাক্যাংশের 'রাহমাতান' বা 'রাহ্মাহ' শব্দটিকে 'রহীমা' করে এটিকে আইয়ূবের স্ত্রীর নাম হিসাবে একদল লোক সমাজে চালু করে দিয়েছে। ইহুদী-নাছারাগণ যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থের শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো, এখানেও ঠিক ঐরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন যে, আইয়ূবের স্ত্রী রহীমা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে আমরা তাকে আইয়ূবের কাছে ফিরিয়ে দিলাম'। বস্তুত এটি একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। মূলতঃ আইয়ূবের স্ত্রীর নাম কি ছিল, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কুরআন বা হাদীছে নেই। এ বিষয়ের ভিত্তি হ'ল ইহুদী ধর্মনেতাদের রচিত কাহিনী সমূহ। যার উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা নিতান্তই ভুল। পবিত্র আল কুরআনের ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে নবী আইয়ূবের কথা এসেছে। সুরাগুলো হচ্ছে নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

জন্মঃ জর্ডান **বাসস্থানঃ** তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ূবের জনপদের নাম বলেছেন 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেস্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

নবুয়তঃ হযরত আইয়ুব (আ) সেসব নবীর অন্যতম যাদের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ৪:১৬৩

'তোমার কাছে ওহী' প্রেরণ করেছি। যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, 'ঈসা, আইয়ুব, হারূন এবং সুলায়মানের কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম। (নিসা : ১৬৩)

নবী আইয়ুব, ইংরেজিতে উনাকে জোব বলা হয়। তিনি ছিলেন ইসহাক (আ) এর বংশধর। তাঁকে এডোমাইট নামক এক দল মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এরা ছিল সেমেটিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের বাস ছিল আজকের জর্ডানে। তাঁর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল।

নবুয়ত দেয়ার পাশাপাশি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে অঢেল সম্পত্তি দান করেন। সকল নবীরা সম্পদশালী ছিলেন না। সকল নবীকে এই দুনিয়া প্রদান করা হয়নি। আইয়ুব (আ) কে এই দুনিয়াও প্রদান করা হয়েছিল নবুয়ত দেওয়ার পাশাপাশি। যত ধরণের নেয়ামতের কথা আপনার মাথায় আসতে পারে অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রচুর জায়গা-জমি, গবাদি পশু। এই সবকিছুর সাথে তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ) এর বংশধর। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক একজন নারী। কারো কারো অভিমতে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডজন খানেক সন্তান উপহার দেন। তাহলে তাঁর দ্বীন এবং দুনিয়া উভয় ছিল।

শহরের মানুষজন তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতো- "আল্লাহ্র কি চমৎকার এক বান্দা আপনি!" তিনি ছিলেন একাধারে একজন নবী, একজন ইবাদাতকারি আবার তাঁর রয়েছে অঢেল সম্পদ। আল্লাহর কি চমৎকার এক বান্দা!

কিন্তু, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আইয়ুব (আ) কে পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাঁর মর্যাদা আরও উন্নত করতে চাইলেন এবং ইতিহাস জুড়ে এই ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় করে রাখলেন।

অতপর, আইয়ুব (আ) সবধরনের রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হলেন। কেউ বলে কুষ্ঠ রোগ, কেউ বলে চর্ম রোগ— বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলেন। এতে তাঁর চামড়ার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁর সমগ্র শরীর গুটি ফোস্কায় ছেয়ে যায়। অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, তাঁর দিকে তাকাতেও মানুষের কষ্ট হতো। এর সাথে সাথে তাঁর সহায়-সম্পদ এবং জমি-জমার উপরেও বিপদ নেমে আসে। এক রাতের মধ্যে ধ্বংসাত্মক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর সকল গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। এরপর আগুনে পুড়ে তাঁর সকল ফসল ছাই হয়ে যায়, শূন্য হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে পরীক্ষা করলেন তাঁর সকল সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটিয়ে।

সুতরাং, অল্প সময়ের মধ্যে আইয়ুব (আ) সম্পদশালী এবং স্বাস্থ্যবান মানুষ থেকে, দ্বীন দুনিয়া উভয়ের মালিক হওয়া থেকে নিঃস্ব মানুষে পরিণত হলেন। তাঁর দুনিয়া কেড়ে নেওয়া হয়। শুধু দ্বীনটা বাকি থাকলো। আইয়ুব আলাইহিস সালামের ধৈর্য

— ড. ইয়াসির ক্বাদী

শহরের লোকজন কানাঘুষা করতে লাগলো। কিছু মানুষের অবস্থা এমনি। কানাঘুষা করা ছাড়া এদের খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই। তারা বলতে লাগল- "আইয়ুব কি এক জঘন্য ব্যক্তি! নিশ্চয় তিনি বড় ধরণের কোনো পাপ করেছেন। যার কারণে আল্লাহ্ তাঁর সকল সম্পদ এবং ছেলেমেয়ে কেড়ে নিয়েছেন। খুবই খারাপ মানুষ আইয়ুব। অন্যথায় কেন তার উপর এতো বিপদ নেমে আসল।"ফলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরিত্যাগ করলো, কলিগরা ছেড়ে পালাল। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার পর এখন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন।একদিন তাঁর স্ত্রী কাছে এসে বললেন— "ও আল্লাহ্র বান্দা! আপনি হলেন আল্লাহর নবী। আপনি কেন আল্লাহর কাছে দুআ করছেন না যেন এই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায়? আমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিন। আপনি শুধু সারাদিন জিকির করছেন। কেন আল্লাহর কাছে দুআ করছেন না?" কারণ, আইয়ুব (আ) সবসময় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকতেন। আল্লাহ্ যেমন বলেছেন, "ইন্নাহু আওয়াব।" সে সবসময় আল্লাহর অভিমুখী হতো। আল্লাহর কাছে ফিরে আসতো। তাঁর জিহ্বা সবসময় বলত— সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তাঁর স্ত্রী বললেন— শুধু জিকির না করে আপনার যা প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চান।
এর উত্তরে আইয়ুব বললেন— "ও আল্লাহর দাসী! আমাকে বল, কত বছর আমরা শান্তি, সম্পদ এবং প্রচুর নেয়ামতের মধ্যে কাটিয়েছি? কত বছর যাবত আমরা আশীর্বাদপুষ্ট এবং ভাগ্যবান ছিলাম?" তিনি বললেন, সত্তর বছর।" তাহলে সত্তর বছর যাবত আইয়ুব প্রচুর নেয়ামতের মধ্যে জীবন যাপন করেছিলেন। সুতরাং, আইয়ুব বললেন— "ও আল্লাহর দাসী! সত্তর বছর যাবত তুমি তো একবারও আল্লাহ্র আশীর্বাদ নিয়ে কোনো অভিযোগ করনি? আর এখন অল্প কয়েক বছর ধরে আমরা বিপদ এবং পরীক্ষার মধ্যে আছি আর তুমি অভিযোগ করতে চাও? সত্তর বছর ধরে তুমি সুখী ছিলে এবং আল্লাহর কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলে।
এখন যেহেতু আল্লাহ্ কয়েক বছরের জন্য আমাদের পরীক্ষা করছেন আমাদের কি সেই সত্তর বছরের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে যে অতি চমৎকার এক জীবন দিয়েছিলেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করো। কেন তুমি এখন অভিযোগ করছ যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে এতকাল যাবত ভালো রেখেছিলেন। এখন যদিও সমস্যায় আছি। এটা ঠিক আছে, আল্লাহ্ আমাদের পরীক্ষা করছেন।
সুতরাং, এভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু এ অবস্থার যেন কোনো শেষ নেই। বছরের পর বছর এভাবেই চলতে লাগলো। কেউ কেউ বলেন, হয়তো এভাবে দশ বছর পার হয়ে গেছে। এরপর কিছু একটা ঘটে। হাদিসের বই, সিরাতের বই, তাফসীরের বই কোথাও এর উল্লেখ নেই যে কী ঘটেছে। কিন্তু কিছু একটা ঘটেছিল। আল্লাহ্ ভালো জানেন। কিন্তু মনে হয়, সম্ভবত শয়তান (কোনো বেশ ধারণ করে) আইয়ুবের স্ত্রীর নিকট এসে একটি চুক্তি করতে চেয়েছিল। "তুমি যদি আমার জন্য কিছু করো, যদি আমার ইবাদাত করো, যদি আমার প্রশংসা করো তাহলে আমি আইয়ুবকে সুস্থ করে দিবো।" সম্ভবত এরকম কিছু একটা ঘটেছিল। ভুল কিছু একটা। শয়তান আইয়ুব (আ) এর স্ত্রীকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল যে, তুমি যদি আমার ইবাদাত করো তাহলে আমি আইয়ুবকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব।
তাই, তিনি হয়তো তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে এই প্রস্তাব তুলে ধরেন। " চলেন এটা করি। আমরা এই কাজ করলে হয়তো আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবো।" এতে আইয়ুব (আ) তাঁর স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে উঠেন। তাঁর নড়াচড়া করার সামর্থ্য ছিল না, বিছানায় পড়ে আছেন। তিনি বললেন— "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি!" তিনি আল্লাহ্র নামে শপথ করলেন। "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি ও নারী! আমি যদি কোনোদিন সুস্থ হই তবে তোমাকে ১০০ বার বেত্রাঘাত করা হবে। কোন সাহসে তুমি আমাকে শয়তানের কাছে যেতে বল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাত করার পর।" তো, তিনি একটি প্রতিজ্ঞা করলেন। কসম করলেন। আর আল্লাহর একজন নবী যদি কোনো কসম করেন এটা ছোটো কোনো ব্যাপার নয়।ড. ইয়াসির ক্বাদী

আইয়ুব আ ছিলেন সর্ব অবস্থায় কৃতজ্ঞ বান্দা।

আলহামদুলিল্লাহ আল কুল্লিহাল। তার সুন্দর স্বাস্থ, সম্পদ, বহু সন্তান ছিলো যা আল্লাহ দিয়েছেন। মানুষের চাহিদাও কিন্তু এগুলোর উপর। এতো নি'আমত লাভের পরও তিনি সব সময় আল্লাহর ইবাদাতে সচেতন ছিলেন।

এই অবস্থায় আল্লাহ পরীক্ষা নিতে চাইলেন যে, তিনি কঠিন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাতে অটল থাকেন কি না। এর পর আল্লাহ সম্পদের ক্ষতিগ্রস্থ করলেন। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও অস্থির আক্ষেপ বা অভিযোগ করেননি। সম্পদ চলে গেলো, এরপর একে একে সন্তান নিয়ে গেলেন আল্লাহ।তাতেও চিনি বিচলিত হলেন না। আল্লাহর ইবাদাতেই মশগুল ছিলেন।

নবীদের পরীক্ষা সাধারন থেকে আরো বেশী কঠিন হয়ে থাকে। আইয়ুব আ এর কঠিন রোগ হলো,এতো অসুস্থ হলেন যে জিহবা ও অন্তর দিয়েই তিনি শুকরিয়া আদায় করছিলেন। জানা যায় চামড়ার কোন কঠিন রোগ হয়েছিলো। কিন্তু তিনি অন্তরে একবারের জন্য হতাশ হতে সুযোগ দেননি।

স্ত্রী প্রশ্ন করেন আর কতদিন এইভাবে চলবে, ফলে আইয়ুব আ প্রশ্ন করলেন আমি কতদিন সুস্থ ছিলাম ও কতদিন অসুস্থ ছিলাম। ৮০ বছর সুস্থ ছিলেন আর ৭ বছর ধরে অসুস্থ।

ফলে আইয়ুব আ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন, বলেন আমার সুস্থতা নি'আমত এতো বেশী, অসুস্থতা সেই তুলনার কাছেও নাই।

অংক পরীক্ষা যাচাই এর জন্য শুধু যোগ দিয়ে হয় না, বরং বিয়োগ ভাগ গুন থাকে। এখানেও দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব (আঃ)-এর কথা এসেছে। যথা- নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-
وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ-

‘আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল’। ‘অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ’তে দয়া পরবশে। আর এটা হ’ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ (আম্বিয়াঃ ৮৩-৮৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ-(ص ৪১-৪৪)-

‘আর তুমি বর্ণনা কর আমাদের বান্দা আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে (রোগের) কষ্ট এবং (সম্পদ ও সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা পৌঁছিয়েছে’ (ছোয়াদ ৩৮/৪১)। ‘(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর। (ফলে পানি নির্গত হ’ল এবং দেখা গেল যে,) এটি গোসলের জন্য ঠান্ডা পানি ও (পানের জন্য উত্তম) পানীয়’ (৪২)। ‘আর আমরা তাকে দিয়ে দিলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আমাদের পক্ষ হ’তে রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ (৪৩)। ‘(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না (বরং শপথ পূর্ণ কর)। এভাবে আমরা তাকে পেলাম ধৈর্যশীল রূপে। কতই না চমৎকার বানদা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল (আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনশীল’ (ছোয়াদ ৩৮/৪১-৪৪)।
অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’ (আন‘আম ৬/৮৪)।

অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ূব একদিন নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন (অর্থাৎ বাথরুম ছাড়াই খোলা স্থানে)। এমন সময় তাঁর উপরে সোনার টিড্ডি পাখি সমূহ এসে পড়ে। তখন আইয়ূব সেগুলিকে ধরে কাপড়ে ভরতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, হে আইয়ূব! أَلَمْ اَكُنْ أُغْنِيَنَّكَ عَمَّا تَرَى؟ আমি কি তোমাকে এসব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি? আইয়ূব বললেন, بَلَى وَعِزَّتِكَ ولكن لاغِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ তোমার ইযযতের কসম! অবশ্যই তুমি আমাকে তা দিয়েছ। কিন্তু তোমার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই’। বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ

বিশেষ ঘটনাঃ ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত আইয়ুব (আ) ছিলেন সে কালের একজন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। সকল প্রকার সম্পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। যথা চতুষ্পদ ও গৃহ-পালিত পশু। দাস-দাসী এবং হাওরান অঞ্চলের বুছায়না এলাকার বিশাল জমির মালিকানা ছিল তার হস্তগত।

আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীছে উপরোক্ত বক্তব্যগুলির বাইরে আর কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিত নেই। কুরআন থেকে মূল যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তা এই যে, আল্লাহ আইয়ূবকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নে'মত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে ইবরাহীম, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউনুস প্রমুখ নবীগণের কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনিয়ে শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেকোন বিপাদপদে দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ

নিশ্চয় আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কতই উত্তম বান্দা তিনি ! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।ছোয়াদ ৪৪

বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহর পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে 'ছবরকারী' হিসাবে ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন (ছোয়াদ ৪৪)।

আল্লাহ তাঁকে কঠিনতম কোন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তবে সে পরীক্ষা এমন হ'তে পারে না, যা নবীর মর্যাদার খেলাফ ও স্বাভাবিক ভদ্রতার বিপরীত এবং যা ফাসেকদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক হয়। যেমন তাকে কঠিন রোগে ফেলে দেহে পোকা ধরানো, দেহের সব মাংস খসে পড়া, পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের করে জঙ্গলে ফেলে আসা, ১৮ বা ৩০ বছর ধরে রোগ ভোগ করা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি সবই নবীবিদ্বেষী ও নবী হত্যাকারী ইহুদী গল্পকারদের বানোয়াট মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। ইহুদী নেতাদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে যখনই নবীগণ কথা বলেছেন, তখনই তারা তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে এবং যা খুশী তাই লিখে কেতাব ভরেছে। ধর্ম ও সমাজ নেতারা তাদের অনুসারীদের বুঝাতে চেয়েছে যে, নবীরা সব পথভ্রষ্ট। সেজন্য তাদের উপর আল্লাহর গযব এসেছে। তোমরা যদি তাদের অনুসারী হও, তাহ'লে তোমরাও অনুরূপ গযবে পড়বে। এ ব্যাপারে মুসলিম মুফাসসিরগণও ধোঁকায় পড়েছেন এবং ঐসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক গল্প ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে নিজেদের তাফসীরের কেতাবে জমা করেছেন। এ ব্যাপারে ছাহাবী ইবনু আববাস ও তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর নামেই বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যে সবের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১,

যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]

আল্লাহ ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রা'দ (১৩) : ২২-২৫

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। সূরা কাসাস (২৮) : ৫৪

আইয়ূব (আঃ)-এর বিষয়ে কুরআনী বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যা।

(1) ৩৮:৪১ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ

আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা আইউবকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে,

نُصُبٍদ্বারা শারীরিক কষ্ট এবং عَذَابٍদ্বারা ধন-সম্পদ ধ্বংস বুঝানো হয়েছে। আসলে সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

এর অর্থ এ নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচণ্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে। হযরত আইয়ূবের ফরিয়াদের এ অর্থটি দু'টি কারণে আমাদের কাছে প্রাধান্য লাভের যোগ্য।

এক, কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ শয়তানকে কেবলমাত্র প্ররোচণা দেবার ক্ষমতাই দিয়েছেন। আল্লাহর বন্দেগীকারীদেরকে রোগগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে বন্দেগীর পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদেরকে দেননি।

দুই, সূরা আম্বিয়ায় যেখানে হযরত আইয়ূব আল্লাহর কাছে তাঁর রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করছেন সেখানে তিনি শয়তানের কোন কথা বলেন না। বরং তিনি কেবল বলেন,وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'।

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি পরম করুণাময়।"

সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদের দু'স্থানেই আইয়ূবের আলোচনার শুরুতে আল্লাহর নিকটে আইয়ূবের আহবানের (إِذْ نَادَى) কথা আনা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আইয়ূব নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। যেজন্য তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকেছিলেন। আর বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা ও তার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা নবুঅতের শানের খেলাফ নয়। বরং এটাই যেকোন অনুগত বান্দার কর্তব্য। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন।

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
“আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি পরম করুণাময়।”

এই দুআটি হলো সবচেয়ে অলঙ্কারপূর্ণ; ঈমান, তাওয়াক্কুল ও ইয়াকিনের একেবারে সর্বোচ্চ চূড়া। এমনকি দুআর ভেতরেও কোনো অভিযোগ নেই। আইয়ুব বলছেন না যে আমি আপনার কাছ থেকে অমুক জিনিস চাই ও আল্লাহ্। তিনি শুধু বলছেন ইয়া আল্লাহ্! একটা কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে। আরবি ’মাচ’ মানে স্পর্শ করা। কিন্তু, অসুখ তো শুধু স্পর্শ করেনি বরং সমগ্র শরীর ছেয়ে গিয়েছিল। "ইয়া রব! আমি কিছুটা অসুবিধায় আছি।" এটা তো সামান্য অসুবিধা ছিল না। যে কারো কল্পনায় এর চেয়ে মন্দ কোনো অবস্থা হতে পারে না। তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর ছেলেমেয়ে, তাঁর সম্পদ সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।
কিন্তু, আল্লাহর প্রতি আদব এবং সম্মান দেখিয়ে তিনি এভাবে দুআ করেন। ইয়া রব! আমি সামান্য একটু সমস্যায় আছি। আর আপনি ইয়া রব! আরহামুর রাহিমিন। এটাই দুআর সবটুকু। তিনি সবকিছু আল্লাহর দয়ার উপর ছেড়ে দিলেন। আমি এটা আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছি, আপনি দয়াবান, ও আল্লাহ্। আপনি আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। ইয়া রব! ইন্নি মাসসানিয়াদ দূর, ওয়া আনতা আরহামুর র-হিমিন।
ইয়া রব! ইন্নি মাসসানিয়াদ দূর, ওয়া আনতা আরহামুর র-হিমিন। তৎক্ষণাৎ, তাঁর দুআ করার সাথে সাথে, ফাস্তাজাবনালাহু। আল্লাহ্ বললেন, আমি তাঁর জবাব দিলাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আইয়ুবকে বললেন- - اُرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَ ۚ هٰذَا مُغۡتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ)"আমি তাকে নির্দেশ দিলাম) তুমি তোমার পা দিয়ে যমীনে আঘাত কর, এই তো ঠান্ডা পানি, গোসলের জন্য আর পান করার জন্য।" (৩৮:৪২) এই সময়ে আইয়ুব হাঁটতে পারতেন না, দাঁড়াতে পারতেন না। তাঁর সারা শরীর গুটি ফোস্কায় ছেয়ে আছে। তাঁর দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়।

২। আল্লাহ বলেন, ‘আমরা তার দো‘আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম’ (আম্বিয়া ৮৪)। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে,

তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় (ছোয়াদ ৪২)।

এটি অলৌকিক মনে হলেও বিস্ময়কর নয়। ইতিপূর্বে শিশু ইসমাঈলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। পরবর্তীকালে হোদায়বিয়ার সফরে রাসূলের হাতের বরকতে সেখানকার শুষ্ক পুকুরে পানির ফোয়ারা ছুটেছিল, যা তাঁর সাথী ১৪০০ ছাহাবীর পানির কষ্ট নিবারণে যথেষ্ট হয়। বস্ত্ততঃ এগুলি নবীগণের মু‘জেযা। নবী আইয়ূবের জন্য তাই এটা হতেই পারে আল্লাহর হুকুমে।

এক্ষণে কতদিন তিনি রোগভোগ করেন সে বিষয়ে ৩ বছর, ৭ বছর, সাড়ে ৭ বছর, ৭ বছর ৭ মাস ৭ দিন ৭ রাত, ১৮ বছর, ৩০ বছর, ৪০ বছর ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই। বরং নবীগণের প্রতি ইহুদী নেতাদের বিদ্বেষ থেকে কল্পিত

৩। আল্লাহ বলেন,

‘আমরা তার পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ’তে দয়া পরবশে (আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪৩)। এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন, সবকিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

‘ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ এভাবেই আমরা আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি’ (আন‘আম ৮৪)।

এক্ষণে তাঁর মৃত সন্তানাদি পুনর্জীবিত হয়েছিল, না-কি হারানো গবাদি পশু সব ফেরৎ এসেছিল, এসব কষ্ট কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এতটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে বহুগুণ বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন। যুগে যুগে সকল ধৈর্যশীল ঈমানদার নর-নারীকে আল্লাহ এভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। তাঁর রহমতের দরিয়া কখনো খালি হয় না।

‘কোনো মুসলিম যখন কোনো কষ্টের মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার গোনাহগুলো এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেন, যেমন গাছের পাতাগুলো ঝরে যায়।’ (বুখারি ও মুসলিম)

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَ اَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا
উম্মে ছালামা বর্ণনা করেন, আমি রসূল সা.কে বলতে শুনেছি :
"যে কোন মুসলমান মুসিবত আক্রান্ত হয় এবং বলে- আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ, তুমি আমার এ মুসিবতের প্রতিদান দাও এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস দান কর। আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিস দান করেন।" মুসলিম : ১৫২৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন বান্দাকে আরো শিখিয়েছেন যে, যখন সে কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখবে, তখন এ দোয়া করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ – وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মানিবতালাকা বিহি; ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফদিলা।’
অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে বিপদাক্রান্ত করেছেন; তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তিনি তার মাখলুক থেকে মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।’তখন তাকে এ মুসিবত কখনো স্পর্শ করবে না।’ (তিরমিজি)

মুমিনের ব্যাপারটি চমৎকার, নেয়ামত অর্জিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক এতে কৃতজ্ঞতার সওয়াব অর্জিত হয়। মুসিবতে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর এতে ধৈর্যের সওয়াব লাভ হয়।" মুসলিম : ৫৩১৮

৪। আল্লাহ আইয়ূবকে বলেন, ‘ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং তোমার শপথ ভঙ্গ করো না’ (ছোয়াদ ৪৪)।

অত্র আয়াতে আরেকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোগ অবস্থায় আইয়ূব শপথ করেছিলেন যে, সুস্থ হ’লে তিনি স্ত্রীকে একশ’ বেত্রাঘাত করবেন। রোগ তাড়িত স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর ক্রোধবশে এরূপ শপথ করেও থাকতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি এ শপথ করলেন, তার স্পষ্ট কোন কারণ কুরআন বা হাদীছে বলা হয়নি। ফলে তাফসীরের কেতাব সমূহে নানা কল্পনার ফানুস উড়ানো হয়েছে, যা আইয়ূব নবীর পুণ্যশীলা স্ত্রীর উচ্চ মর্যাদার একেবারেই বিপরীত। নবী আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দীদের অন্যতম। তাকে কোনরূপ কষ্টদান আল্লাহ পসন্দ করেননি। অন্য দিকে শপথ ভঙ্গ করাটাও ছিল নবীর মর্যাদার খেলাফ। তাই আল্লাহ একটি সুন্দর পথ বাৎলে দিলেন, যাতে উভয়ের সম্মান বজায় থাকে এবং যা যুগে যুগে সকল নেককার নর-নারীর জন্য অনুসরণীয় হয়। তা এই যে, স্ত্রীকে শিষ্টাচারের নিরিখে প্রহার করা যাবে। কিন্তু তা কোন অবস্থায় শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করবে না। আর সেকারণেই এখানে বেত্রাঘাতের বদলে তৃণশলা নিতে বলা হয়েছে, যার আঘাত মোটেই কষ্টদায়ক নয়’ (কুরতুবী, ছোয়াদ ৪৪)।

৫। আইয়ূবের ঘটনা বর্ণনার পর সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদে আল্লাহ কাছাকাছি একইরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে, এটা হ’ল ‘ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ (আম্বিয়া ৮৪) এবং ‘ وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ (ছোয়াদ ৪৪)। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দাসত্বকারী ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বকারী। অবিশ্বাসী কাফের-নাস্তিক এবং আল্লাহর অবাধ্যতাকারী ফাসেক-মুনাফিক কখনোই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নয়। যদিও তারা সর্বদা জ্ঞানের বড়াই করে থাকে।

আইয়ূব (আঃ) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশী বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে(২) ক্রীতদাসদের সামনে পেশ করা হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এবং (৩) বিপদগ্রস্তদের সামনে পেশ করা হবে হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে।আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৭, ২১০ পৃঃ।

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ
“

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।” সূরা আর-রূম: ২১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلى اِمْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না, যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না, আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না’ (ত্বাবারাণী, কাবায়ির পৃঃ ২৯৩)।

অত্র হাদীছে মহিলাদের দু’টি দোষের কথা বলা হয়েছে। (১) স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা (২) স্বামীকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করা। মুসলিম মহিলাদের জন্য উক্ত দোষ দু’টি থেকে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী। কেননা যে কারণে মহিলারা বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা (বুখারী, মুসলিম, মিশকা হা/১৪৮২)।
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)।

وَ لَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتّٰى نَعۡلَمَ الۡمُجٰهِدِيۡنَ مِنۡكُمۡ وَ الصّٰبِرِيۡنَ ۙ وَ نَبۡلُوَا اَخۡبَارَكُمۡ ﴿ ৪৭:৩১

আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি.সূরা মুহাম্মদঃ ৩১

এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। সূরা আল বাকারা : ২১৬

মুহাম্মদ সা. পার্থিব জগতে মোমিনদের অবস্থার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন :
"একজন মোমিনের উদাহরণ একটি শস্যের মত, থেকে থেকে বাতাস তাকে দোলায়। তদ্রূপ একের পর এক মুসিবত অবিরাম অস্থির করে রাখে মোমিনকে। পক্ষান্তরে একজন মুনাফেকের উদাহরণ একটি দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়, দুলে না, কাত হয়েও পড়ে না, যাবৎ-না শিকড় থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয় তাকে।" সহিহ মুসলিম : ৫০২৪
মুসনাদে ইমাম আহমদ বর্ণিত-
"আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার মর্যাদার স্থান পূর্বে নির্ধারণ করে দেন, আর সে আমল দ্বারা ওই স্থান লাভে ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহ তার শরীর, সম্পদ বা সন্তানের ওপর মুসিবত দেন এবং ধৈর্যের তওফিক দেন। এর দ্বারা সে নির্ধারিত মর্যাদার উপযুক্ত হয়।" মুসনাদ : ২২৩৩৮

মহান আল্লাহ ভবিষ্যতদ্রষ্টা, তিনি সবই দেখেন ও জানেন। তিনি বলেছেন,
"যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"সূরা আল হাদীদ : ২২-২৩

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়। ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যা হারিয়ে অবশেষে রোগ জর্জরিত দেহে পতিত হয়েও আইয়ূব (আঃ) আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হননি এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি। এরূপ কঠিন পরীক্ষা বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো হয়েছে বলে জানা যায় না। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাই বলেন, ‘ ... إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عظَمِ البلاء নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়ে থাকে’।তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬ সনদ হাসান, ‘জানায়েয’ অধ্যায় ‘রোগীর সেবা ও রোগের ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ। আর দুনিয়াতে দ্বীনদারীর কঠোরতা ও শিথিলতার তারতম্যের অনুপাতে পরীক্ষায় কমবেশী হয়ে থাকে। আর সেকারণে নবীগণ হ’লেন সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত।তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান, ‘জানায়েয’ অধ্যায় ‘রোগীর সেবা ও রোগের ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্যধারণ তো হবে আল্লাহর সাহায্যেই’’। (সূরা আন নাহাল: ১২৭)

(২) প্রকৃত মুমিনগণ আনন্দে ও বিষাদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের আকাংখী থাকেন। বরং বিপদে পড়লে তারা আরও বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী হন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হন না।

(৩) প্রকৃত স্ত্রী তিনিই, যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।

(৪) প্রকৃত ছবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ূব দম্পতি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) শয়তান প্রতি মুহূর্তে নেককার মানুষের দুশমন। শিরকী চিন্তাধরার জাল বিস্তার করে সে সর্বদা মুমিনকে আল্লাহর পথ হ’তে সরিয়ে নিতে চায়। একমাত্র আল্লাহ নির্ভরতা এবং দৃঢ় তাওহীদ বিশ্বাসই মুমিনকে শয়তানের প্রতারণা হ’তে রক্ষা করতে পারে।

জাযাকুমুল্লাহি খাইরান